রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

রুকু ১

০৬৮-১ নূ-ন-, শপথ (লেখার মাধ্যম) কলমের, (আরো শপথ এ কলম দিয়ে) তারা যা লিখে রাখছে তার,

০৬৮-২ তোমার মালিকের (অসীম) দয়ায় তুমি পাগল নও,

০৬৮-৩ তোমার জন্যে অবশ্যই এমন এক পুরস্কার রয়েছে যা কোনোদিনই নিঃশেষ হবে না,

০৬৮-৪ নিঃসন্দেহে তুমি মহান চরিত্রের ওপর (প্রতিষ্ঠিত) রয়েছো।

০৬৮-৫ (সেদিন খুব দূরে নয় যখন) তুমি ও (তোমাকে যারা পাগল বলে) তারা সবাই দেখতে পাবে যে,

০৬৮-৬ তোমাদের মধ্যে (আসলে) কে বিকারগ্রস্থ (পাগল) ছিলো!

০৬৮-৭ তোমার মালিক ভালো করেই জানেন (তোমাদের মধ্যে) কোন ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, (আবার) যারা সঠিক পথের ওপর রয়েছে আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কেও সম্যক ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

০৬৮-৮ অতএব তুমি এ মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের অনুসরণ করো না।

০৬৮-৯ তারা (তো তোমার এ নমনীয়তাটুকুই) চায় যে, তুমি (তাদের কিছু) গ্রহণ করো! অতঃপর তারাও তোমার কিছু গ্রহণ করবে।

Published as Portable Document Format by : Mohammad Noor-e-Alam Siddiquee
More Free Islamic Stuff at www.siddiquee.co.nr

০৬৮-১০ যারা বেশী বেশী কসম করে (পদে পদে) লাঞ্ছিত হয়, এমন লোকদের তুমি কখনো অনুসরণ করো না,

০৬৮-১১ যে (বেহুদা) গালমন্দ করে, (খামাখা মানুষদের) অভিশাপ দেয় এবং চোগলখোরী করে বেড়ায়,

০৬৮-১২ যে ভালো কাজে বাধা সৃষ্টি করে, (অন্যায়ভাবে) সীমালংঘন করে, (সর্বোপরি) যে পাপিষ্ঠ,

০৬৮-১৩ যে কঠোর স্বভাবের অধিকারী, এরপর যে (জন্ম পরিচয়ের দিক থেকেও) জারজ,

০৬৮-১৪ যেহেতু সে (বিপুল) ধনরাশি ও (অনেকগুলো) সন্তান সন্ততির অধিকারী;

০৬৮-১৫ এ লোককে যখন আমার 'আয়াতসমূহ' পড়ে শোনানো হয় তখন সে বলে, এগুলো তো হচ্ছে আগের দিনের গল্প কাহিনী মাত্র!

০৬৮-১৬ (এ অহংকারী ব্যক্তিটিকে তুমি জানিয়ে রাখো,) অচিরেই আমি তার শুড়ে দাগ দিয়ে (তাকে চিহ্নিত করে) দেবো।

০৬৮-১৭ অবশ্যই আমি এ (জনপদের) মানুষদের পরীক্ষা করেছি, যেমনি (অতীতে) আমি একটি ফলের বাগানের কতিপয় মালিককে পরীক্ষা করেছিলাম, (সে পরীক্ষাটা ছিলো, এমন যে, একদিন) তারা সবাই (একযোগে) শপথ করে বলেছিলো, অবশ্যই তারা সকাল বেলায় গিয়ে (বাগানের) ফল পাড়বে,

০৬৮-১৮ (এ সময়) তারা (আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও অভিপ্রায় সম্বলিত) কিছুই (এর সাথে) যোগ করেনি।

০৬৮-১৯ তখন (ভোর হতে না হতেই) তোমার মালিকের পক্ষ থেকে তার ওপর এক বিপর্যয় এসে পড়লো, (তখনো) তারা ছিলো গভীর ঘুমে (বিভোর)।

Published as Portable Document Format by : Mohammad Noor-e-Alam Siddiquee
More Free Islamic Stuff at www.siddiquee.co.nr

০৬৮-২০ অতঃপর সকাল বেলায় তা মধ্যরাতের কৃষ্ণ বর্ণের মতো কালো হয়ে গেলো।

০৬৮-২১ (এদিকে) সকাল হতেই তারা (এই বলে) একে অপরকে ডাকাডাকি করতে লাগলো,

০৬৮-২২ তোমরা যদি (সত্যিই) ফল আহরণ করতে চাও তাহলে সকাল সকাল নিজেদের বাগানের দিকে চলো।

০৬৮-২৩ (অতঃপর) তারা সেদিকে রওনা দিলো, (পথের মধ্যে) ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো,

০৬৮-২৪ কোনো অবস্থায়ই যেন আজ কোনো (দুস্থ ও) মিসকীন ব্যক্তি তোমাদের ওপর (টেক্কা) দিয়ে বাগানে এসে প্রবেশ করতে না পারে,

০৬৮-২৫ তারা সকাল বেলায় সংকল্পবদ্ধ হয়ে এসে হাযির হলো, (যেন) তারা নিজেরাই (আজ সব ফসল তুলতে) সক্ষম হয়।

০৬৮-২৬ অতঃপর যখন তারা সে (বাগানের) দিকে তাকিয়ে দেখলো, তখন (হতভম্ভ হয়ে) বলতে লাগলো (একি! এটা তো আমাদের বাগান নয়), আমরা নিশ্চয়ই পথভ্রষ্ট (হয়ে পড়েছি),

০৬৮-২৭ (না, আসলেই) আমরা (আজ) মাহরূম হয়ে গেছি!

০৬৮-২৮ (এ মূহুর্তে) তাদের মধ্যকার একজন ভালো মানুষ (তাদের) বললো, আমি কি তোমাদের বলিনি (সব কাজের ব্যাপারে আল্লাহর ওপরই ভরসা করবে), কতো ভালো হতো যদি তোমরা (আগেই আল্লাহ তায়ালার মহান নামের) 'তাসবীহ' পড়ে নিতে!

Published as Portable Document Format by : Mohammad Noor-e-Alam Siddiquee
More Free Islamic Stuff at www.siddiquee.co.nr

০৬৮-২৯ (এবার নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে) তারা বললো, (সত্যিই) আমাদের মালিক আল্লাহ তায়ালা অনেক মহান, অনেক পবিত্র, (তাঁর নাম না নিয়ে) আমরা (আসলেই) যালেম হয়ে পড়েছিলাম।

০৬৮-৩০ (এভাবে) তারা পরস্পর পরস্পরকে তিরস্কার করে একে অপরের ওপর দোষারোপ করতে লাগলো।

০৬৮-৩১ তারা (আরো) বললো, দুর্ভাগ্য আমাদের, (মূলত) আমরা তো সীমালংঘনকারী (হয়ে পড়েছি)।

০৬৮-৩২ আশা করা যায় আমাদের মালিক (পার্থিব জিনিসের) বদলে (আখেরাতে) এর চাইতে উৎকৃষ্ট (কিছু আমাদের) দান করবেন, আমরা আমাদের মালিকের দিকেই ফিরে যাচ্ছি।

০৬৮-৩৩ আযাব এভাবেই (নাযিল) হয়, আর পরকালের আযাব, তা তো অনেক গুরুতর। কতো ভালো হতো যদি তারা তা জানতে পেতো!

রুকু ২

০৬৮-৩৪ (অপরদিকে) যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে চলে তাদের জন্যে অবশ্যই তাদের মালিকের কাছে (অফুরন্ত) নেয়ামতে ভরপুর জান্নাত রয়েছে।

০৬৮-৩৫ যারা আমার আনুগত্য করে তাদের সাথে আমি কি অপরাধীদের মতো (একই ধরনের) আচরণ করবো?

০৬৮-৩৬ এ কি হলো তোমাদের। (আমার ইনসাফ সম্পর্কে) এ কি সিদ্ধান্ত তোমরা করছো?

০৬৮-৩৭ তোমাদের কাছে কি এমন কোনো আসমানী কিতাব আছে যাতে তোমরা (এ কথাটা) পড়েছো যে,

Published as Portable Document Format by : Mohammad Noor-e-Alam Siddiquee
More Free Islamic Stuff at www.siddiquee.co.nr

০৬৮-৩৮ সেখানে তোমাদের জন্যে সে ধরনের সব কিছুই সরবরাহ করা হবে, যা তোমরা তোমাদের জন্যে পছন্দ করবে,

০৬৮-৩৯ না আমি তোমাদের সাথে কোনো চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছি- এমন চুক্তি, যা কেয়ামত পর্যন্ত মানা বাধ্যতামূলক হবে, এর মাধ্যমে তোমরা যা কিছু দাবী করো তাই তোমরা পাবে,

০৬৮-৪০ তুমি এদের জিজ্ঞেস করো, তোমাদের মধ্যে কে এ দায়িত্ব নিতে পারে,

০৬৮-৪১ (নিজেরা না পারলে) তাদের কি (অন্য কোনো) অংশীদার আছে? যদি তারা সত্যবাদী হয় তাহলে তারা তাদের অংশীদারদের সবাইকে নিয়ে আসুক!

০৬৮-৪২ (স্মরণ করো,) যেদিন (যাবতীয়) রহস্য উদঘাটিত হয়ে পড়বে, তখন তাদের সাজদাবনত হওয়ার আহ্বান জানানো হবে, এসব (হতভাগ্য) ব্যক্তি (কিন্তু সেদিন সাজদা করতে) সক্ষম হবে না,

০৬৮-৪৩ দৃষ্টি তাদের নিম্নগামী হবে, অপমান তাদের ভারাক্রান্ত করে রাখবে; (দুনিয়ায় এমনি করে) যখন তাদের আল্লাহর সম্মুখে সাজদা করতে ডাকা হয়েছিলো, (তখন) তারা সুস্থ (ও সক্ষম) ছিলো।

০৬৮-৪৪ (হে নবী,) অতঃপর তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, যে আমার এ কেতাব অস্বীকার করে (তার থেকে আমি প্রতিশোধ নেবো), আমি ধীরে ধীরে এদের (এমন ধ্বংসের) দিকে ঠেলে নিয়ে যাবো যে, এরা তার কিছুই টের পাবে না,

০৬৮-৪৫ আমি এদের অবকাশ দিয়ে রাখি, (অপরাধীদের ধরার) আমার এ কৌশল অতন্ত্য কার্যকর।

০৬৮-৪৬ তুমি কি এদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছো যে, এরা তার দন্ডভারে একেবারে অচল হয়ে পড়েছে?

Published as Portable Document Format by : Mohammad Noor-e-Alam Siddiquee
More Free Islamic Stuff at www.siddiquee.co.nr

০৬৮-৪৭ না তাদের কাছে অজানা জগতের কোনো খবর রয়েছে যা তারা লিখে রাখে!

০৬৮-৪৮ (হে নবী,) তুমি (বরং) তোমার মালিকের কাছ থেকে সিদ্ধান্ত আসার জন্যে ধৈর্য ধারণ করো এবং (এ ব্যাপারে) মাছের ঘটনার সাথী (নবী ইউনুস আলাইহিস সালাতু আস্ সালাম)-এর মতো হয়ো না। যখন সে দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে আল্লাহ তায়ালাকে ডেকেছিলো;

০৬৮-৪৯ তখন যদি তার মালিকের অনুগ্রহ তার ওপর না থাকতো, তাহলে সে উন্মুক্ত সাগরের তীরে পড়ে থাকতো এবং (এজন্যে) সে নিজেই দায়ী হতো।

০৬৮-৫০ অতঃপর তার মালিক তাকে বাছাই করলেন এবং তিনি তাকে (তাঁর) নেক বান্দাদের (কাতারে) শামিল করে নিলেন।

০৬৮-৫১ কাফেররা যখন আল্লাহর কেতাব শোনে তখন এমনভাবে তাকায় যে, এক্ষুণি বুঝি এরা নিজেদের দৃষ্টি দিয়ে তোমাকে আছড়ে ঘায়েল করে দেবে, তারা একথাও বলে, সে (কেতাবের বাহক) একজন পাগল।

০৬৮-৫২ অথচ (এরা জানে না,) এ কেতাব তো মানবমন্ডলীর জন্যে একটি উপদেশ বৈ কিছুই নয়!

Bengali Translation By : Hafiz Munir Uddin Ahmed

Al Quran Academi London

Published as Portable Document Format by : Mohammad Noor-e-Alam Siddiquee
More Free Islamic Stuff at www.siddiquee.co.nr